মুসা আল হাফিজ

পাশ্চাত্যবাদ কথা বলছে

**পশ্চিমা মস্তিষ্কশাসনের মোকাবিলায়
অক্সিডেন্টালিজমের তাত্ত্বিক ভিত ও
জ্ঞানের পরিক্রমা নিয়ে আলাপচারিতা।**

শ্রুতিলিখন : আবদুল করীম নোমানী

প্রকাশন

কথামুখ

পণ্ডিতি অধ্যয়ন ও আলাপের বিষয় হিসেবে পাশ্চাত্যবাদের গুরুত্বের কথা বহু দশক ধরে মুসলিম একাডেমিশিয়ান ও বুদ্ধিজীবীদের পরিসরে উচ্চারিত হচ্ছে। পাশ্চাত্য প্রাচ্যকে অধ্যয়ন করেছে এবং শাসন করার যোগ্যতা তালাশ করেছে। এই অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে তারা ইসলামকে তো বটেই, কনফুসিয় সভ্যতা, হিন্দু সভ্যতা, বৌদ্ধ সভ্যতা, জাপানি সভ্যতা,অর্থোডক্স সভ্যতা, আফ্রিকান সভ্যতা ইত্যাদির উপরও গবেষণাকর্মের বিপুল ভাণ্ডার তৈরী করেছে। এসব গবেষণা সাধারণত পশ্চিমা আধিপত্যের গাইডবুক হিসেবে কাজ করেছে। 'যাকে তুমি পরাজিত করতে চাও, তাকে ভালোভাবে জানো', রাজনৈতিক এই রীতি পশ্চিমারা সবচেয়ে বেশি প্রয়োগ করেছে ইসলাম ও মুসলিমদের বেলায়। কিন্তু এখানে নীতি শুধু একটা নয়, আরও নীতি আছে।

'যাকে তুমি খুন করতে চাও, তাকে একটা খারাপ পরিচয় দাও, পারলে তাকে পাগলা কুত্তা হিসেবে দেখাও। যেন খুন করার পরে লোকেরা বলে তুমি উচিত কাজটিই করেছ।'

ইসলাম ও মুসলিমদের ভুল চিত্রায়ন পশ্চিমের জ্ঞানপরিসরে এক ধারাবাহিক পরিক্রমা। প্রাচ্যবাদী প্রকল্পগুলো এই পরিক্রমায় নিয়োজিত আছে শতাব্দীর পর শতাব্দী। এর মোকাবিলার জ্ঞানভাষ্য যাতে একটা মেথডলোজি হয়ে ওঠে এবং পাশ্চাত্যকেও আমরা অধ্যয়ন করতে পারি, সেজন্য অক্সিডেন্টালিজম বা পাশ্চাত্যবাদকে বিকশিত করা জরুরি। চীন বা জাপান ইতোমধ্যে নিজেদের তরফে পাশ্চাত্যবাদের চর্চায় বহুপথ পাড়ি দিয়েছে। মুসলিম জ্ঞানকলায় পাশ্চাত্যবাদ এখনো শাস্ত্র হিসেবে রূপায়িত হয়নি। এর রূপরেখা ও পথ-প্রক্রিয়া নিয়ে বিশেষজ্ঞ বিতর্ক সমূহ চলছে একাডেমিয়ায়।

বাংলা ভাষায় এর চর্চাকে আমন্ত্রণ করা, এর পঠন-পাঠনের পদ্ধতিগত রূপায়ন আমার দীর্ঘদিনের অন্বেষা। ইচ্ছে ছিল পাশ্চাত্যবাদ নিয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করব। এর মধ্যে প্রীতিভাজন শাগরেদ আবদুল করীম নোমানী একগুচ্ছ প্রশ্ন নিয়ে হাজির হলো। প্রশ্নগুলো ছিল পাশ্চাত্যবাদ-কেন্দ্রিক। পাশ্চাত্যবাদ নোমানীর আগ্রহের বিষয়। এ নিয়ে সে অধ্যয়ন ও লেখালেখি করছে। বর্তমানে কাজ করছে এশিয়ান ইউনিভার্সিটিতে; গবেষণাসহকারী হিসেবে। আমি মাসের পর মাস ধরে অল্প অল্প করে তার জিজ্ঞাসাগুলোর জবাব দিয়েছি। সে রেকর্ড করেছে এবং শ্রুতিলিখন করেছে। তারই ফসল হলো এই বই।

বইটিতে পাশ্চাত্য অধ্যয়ন নিয়ে যে আলাপ হয়েছে, তা কেবল পশ্চিম সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অবগতি, বিচার ও তত্ত্বের বিবৃতি নয়। বরং এর মধ্যে রয়েছে একটা শাস্ত্রের কাঠামো গঠনের প্রস্তাবিত রূপরেখা।

মনোযোগী ও অগ্রসর পাঠকরা বইটিকে সমাদর করবেন, এর বাণী ও বীণাকে চিন্তার কক্ষপথে প্রতিধ্বনিত করবেন, এটা প্রত্যাশিত।

মহান আল্লাহ বইটিকে কবুল করুন। ভুল-ত্রুটি মার্জনা করুন। ইচ্ছা ও কর্মকে শুদ্ধতা দিন। আ মি ন।

- মুসা আল হাফিজ

আলাপের গতিপথ

পাশ্চাত্যবাদ নিয়ে সাধারণ একটি ভূমিকা ১১
পাশ্চাত্য কী? পাশ্চাত্যের হাকিকত ১৭
পশ্চিমা ইতিহাসের ক্রমধারা..... ২৩

পশ্চিমা চিন্তায় পরিবর্তনের মূখ্য উপাদান ২৯
১. তাত্ত্বিক পরিবর্তন..... ৩২
২. কাঠামোগত পরিবর্তন..... ৩৩
৩. আচরণগত পরিবর্তন..... ৩৩

পাশ্চাত্যের ভিত্তিগত উপাদান ৩৫
১. epistemological tendency ৩৭
২. ব্যক্তিবাদ..... ৩৯
৩. প্রযুক্তিগত প্রবণতা..... ৪১

পাশ্চাত্যের মতাদর্শিক শূন্যতা ও নৈরাজ্য ৪৭
রাজনৈতিক নানা মত : বিচিত্র চেহারা..... ৪৯
অর্থনৈতিক চিন্তাদ্বন্দ্ব ও নানা ধারা ৫৫
শিল্প-সাহিত্যকেন্দ্রিক মতবাদ..... ৫৭
সামাজিক চিন্তার নানা ধারা..... ৬১
দার্শনিক মতবাদের দ্বন্দ্বসঙ্কুল বহুত্ব..... ৬৪
খ্রিষ্টধর্মের নানা গোষ্ঠী ও নানা ধারা..... ৬৭

পশ্চিমের মতাদর্শিক নৈরাজ্য ৭০

পশ্চিমের সংকট ও ভাঙনের বিচিত্র ধারা ৭৫
আধুনিক মানুষ ও সভ্যতার সংকট..... ৭৮
নৈতিক সংকট.....৮০
আধ্যাত্মিক সংকট ৮১
প্রাকৃতিক সংকট ৮২
খোদাবোধ ও ধর্মনিরপেক্ষতা : ৮৪

পাশ্চাত্যের সমালোচনায় মুসলিম কণ্ঠস্বর ৮৭
১. দার্শনিক দিক ৮৭
২. নৈতিক দিক ৯২
৩. বাস্তববাদী দিক.....৯৬
৪. ঐতিহাসিক দিক.....৯৭
৫. পদ্ধতিগত দিক.....৯৯

প্রতীচ্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে পাশ্চাত্যের মৌলিক মতবাদগুলোর সংকট . ১০১
ধর্মনিরপেক্ষতা ১০৩
গণতন্ত্র.....১০৫
জাতীয়তাবাদ ১০৭
যুক্তিবাদ..... ১১০
ব্যাক্তিবাদ..... ১১৩
নারীবাদ.....১১৪
পুঁজিবাদ.....১১৭
বিজ্ঞান বনাম বিজ্ঞানবাদ ১২০

প্রাচ্যবাদ : পরিচয়, ভিত্তি ও ক্রমবিকাশ..... ১২৪
প্রাচ্যবাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও রেফারেন্সগত উৎস ১২৬
এক. ইউরোপ ও পশ্চিম কেন্দ্রিকতা (Eurocentris, Eurocentricity) ১২৬
দুই. তাওরাত ও ইঞ্জিল ১২৭

প্রাচ্যবাদের ক্রমবিকাশ ১২৮
প্রাচ্যবাদ কি আসলেই অবসিত? ১৩১
ধ্রুপদী প্রাচ্যবাদের প্রভাব এখনো কি অবশিষ্ট আছে? ১৩৫
প্রাচ্যবাদ মুসলমানদের যে স্টেরিওটাইপ চিত্র তুলে ধরেছে, তা প্রসারের ক্ষেত্রে বর্তমান তথ্যমাধ্যমের প্রভাব কী? ১৩৯
প্রাচ্যের যে চিত্র পশ্চিমারা এঁকেছেন, তার মোকাবেলা করে প্রাচ্য কীভাবে নিজে নিজের চিত্র গঠন করবে? ১৪৪

প্রাচ্যবাদের সাফল্যের কারণ ১৪৭
এক. প্রাচ্যবাদী চিন্তার প্রাতিষ্ঠানীকরণ এবং তার জ্ঞানতাত্ত্বিক গঠন.. ১৪৯
দুই. ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে সামষ্টিক পর্যায়ে প্রাচ্যবাদের স্থানান্তর ১৪৯
তিন. ঘরোয়া চিন্তা পরিসর থেকে বৈশ্বিক নীতিনির্ধারণে প্রাচ্যবাদ.... ১৫০
চার. স্ট্রাটেজিক স্টাডিজে প্রাচ্যবাদের অবস্থান..... ১৫১
পাঁচ. কৌশলগত দিক থেকে প্রাচ্যের গভীরতা বোঝার জন্য নৃবিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানের প্রয়োগ..... ১৫১

পাশ্চাত্যবাদ : ধারণা ও পরিচয় ১৫৩
মুসলিম চিন্তায় পাশ্চাত্যবাদের ক্রমবিকাশ..... ১৫৯
পাশ্চাত্যবাদের বৈষয়িক ও পদ্ধতিগত দিক ১৬৩
১. পাশ্চাত্যবাদের ক্ষেত্রে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তা..... ১৬৫
২. প্রস্তুতির ভাষিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক দিক ১৬৭
৩. পাশ্চাত্যবাদে পদ্ধতিবদ্ধতা; সমর্থনযোগ্য কতিপয় বিষয় ১৬৮
৪. আত্মপরিচয়ের উপলব্ধি ও পাশ্চাত্য-সমালোচনা : পারস্পরিক সম্পর্ক ১৬৯
৫. পাশ্চাত্যবাদের ক্ষেত্রে ইসলামি মূল্যবোধের প্রয়োগ ১৭১
৬. পাশ্চাত্যের ক্ষেত্রে একপক্ষীয় দৃষ্টিকোণ পরিহার..... ১৭৪
৭. পাশ্চাত্যের উপর অন্ধ দৃষ্টিকোণ পরিহার..... ১৭৬
৮. পাশ্চাত্য-সমালোচনা : প্রয়োজনীয় জ্ঞানপ্রকল্প ১৭৭
পাশ্চাত্যবাদ ও উদ্দেশ্যের প্রশ্ন..... ১৮০

১. প্রতিকারমূলক উদ্দেশ্য..... ১৮১
২. সাক্ষ্যদানের উদ্দেশ্য ১৮৩
৩. পরিচয়গত উদ্দেশ্য ১৮৪
৪. জ্ঞানগত উদ্দেশ্য ১৮৫

পাশ্চাত্যবাদের চ্যালেঞ্জ.....১৮৭

পাশ্চাত্যবাদ নিয়ে সাধারণ একটি ভূমিকা

পাশ্চাত্যকে সমালোচনার যে বিজ্ঞান, যাকে বলে অক্সিডেন্টালিজম, সেই জ্ঞানশাস্ত্র নিয়ে কাজ করতে চাই। এক্ষেত্রে আমাদের কর্মপন্থা কী হওয়া উচিত? অন্যভাবে বললে কীভাবে প্রকল্পটি তার যৌক্তিক পথচলা অব্যাহত রাখবে এবং কাঙ্ক্ষিত ফলাফলে পৌঁছাতে পারবে?

—Occidentalism হলো পণ্ডিতি অধ্যয়নের একটি জটিল এলাকা। যা পশ্চিমা সংস্কৃতিকে অধ্যয়ন করে, উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা করে। কাজটি করে অ-পশ্চিমা সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে। এই অধ্যয়ন Intercultural understanding বা তহজিবে তহজিবে বোঝাপড়া এবং উপলব্ধিসমূহের বিচারের ক্ষেত্রে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি সরবরাহ করতে পারে। যাতে পশ্চিমা বিচার ও দৃষ্টিকোণই শেষ কথা নয়; বরং অ-পশ্চিমা দৃষ্টি, বোধ ও বিচার একটি বিজ্ঞান হিসেবে, মেথডলোজি হিসেবে, জ্ঞানশৃঙ্খলা হিসেবে কথা বলবে, কাজ করবে। তবে এটি করতে হলে প্রতীচ্যবাদী আলাপকে প্রান্তিকতা এবং ভুল বোঝাবুঝি নির্ভর বয়ান থেকে বস্তুনিষ্ঠতায় উত্তরণ লাভ করতে হবে। এজন্য দরকার দক্ষতা, কৌশল, যত্ন ও সংবেদনশীলতা।

যখন আমরা কোনো ফেনোমেনাকে অধ্যয়ন, বিশ্লেষণ ও বুঝতে চাই, তখন অবশ্যই তার সমন্বিত দিকটি সামনে আনতে হবে। অর্থাৎ তার শুরু কীভাবে, তার জন্ম কী প্রেক্ষিতে ও প্রতিশ্রুতিতে, সে কী কী অঙ্গীকার নিয়ে সামনে আসে, সে কাকে নির্মাণ করতে চায়, কীসের অবসান চায়, কাকে সংস্কার করতে চায়, কীসের দ্বারা তা করতে চায়, সে বিদ্যমানতার মধ্যে কী অর্থ ও ভূমিকা নিয়ে হাজির থাকছে, তার ঐতিহাসিক অবস্থান কী, কোন গন্তব্য ও সম্ভাব্য বাস্তবতার দিকে সে এগুচ্ছে, এর মধ্য দিয়ে সে নিজের এবং অন্যদের কোন পরিণতি রচনা করতে চায় ইত্যাদিকে বিচার করতে হবে।

পাশ্চাত্য অধ্যয়নের ক্ষেত্রে আমি সামগ্রিক একটি কাঠামোকে বরং প্রস্তাব করব। সেই ভিত্তিতে পশ্চিম কী, কী তার প্রকৃতি ও পরিচয়, কী তার প্রভাব ও পরিণতি, কীভাবে সে নিজের জন্য জায়গা করে নেয়, তার বিকাশের বাহনগুলো কী, তার বয়ান ও হাতিয়ারসমূহ কীভাবে উৎপাদিত হয় এবং আমাদের মনে ও জীবনে কীভাবে কাজ করে, সে কোন পরিস্থিতিতে কী অর্থ ধারণ করে এবং কোন বিষয়কে কোন অর্থের দ্বারা অন্তঃসত্ত্বা বানাতে চায়, তার দুর্বলতা বা শক্তিমত্তার ক্ষেত্রগুলোই-বা কী— এ নিয়ে আলোচনা করতে বলব। বিশেষ করে পশ্চিমের প্রথম ঐতিহাসিক উদ্ভব, উদ্ভবের ধাপসমূহ, প্রথম সাংস্কৃতিক গঠন, পরবর্তী পুনর্গঠনসমূহ, যুগ যুগ ধরে তার পথচলা এবং বর্তমানে তার অবস্থান, এতে ক্রিয়াশীল চিন্তা, চরিত্র ও মাত্রাসমূহ নিয়ে

বিস্তৃত অধ্যয়ন থাকতে হবে। এর ভিত্তিতে পাশ্চাত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে বিশেষ একটি পদ্ধতিতে পৌঁছানো সম্ভব।

পদ্ধতিটি অবশ্যই যথাযথ হতে হবে। একগুচ্ছ ক্রোধ, অব্যাহত আরোপ কিংবা নিছক নেতিবাদী দৃষ্টি দিয়ে এটা হবে না আদৌ। পশ্চিমকে অধ্যয়ন করতে হবে পশ্চিম যা এবং যেভাবে, ঠিক সেভাবেই। একেবারে নির্মোহ অবস্থান থেকে তা করতে হবে। তখন ব্যাপারটিকে যথাযথ অবয়বে ধরতে পারবে। এবং কেবল তখনই প্রতীচ্যবাদী মনোযোগ একাডেমিক পথ খুঁজে পাবে, জ্ঞানের ভাষাকে খুঁজে পাবে। স্টেরিওটাইপ সবসময়ই জনপ্রিয় হয়, মানুষ সেসব শুনতে মজা পায়, তুষ্ট হয়। কিন্তু কোনো স্টেরিওটাইপ দিয়ে প্রতীচ্যবাদের তালা খোলা যাবে না; বরং স্টেরিওটাইপ নিজেই একটা তালা। যা পশ্চিমের হেজিমনিকে আরও শক্তিশালী করে এবং তার বিপরীতে আমাদের পথচলাকে বিভ্রান্ত করে।

এজন্য পশ্চিম অধ্যয়নে শত্রুতার আবেগ, আরোপের জবরদস্তি কিংবা উত্তেজনাকে যেমন অবদমিত রাখতে হবে, তেমনই বদ্ধমূল কুসংস্কার থেকে সরে এসে বস্তুনিষ্ঠতায় পা রাখতে হবে। প্রান্তিক মতামতসমূহের বদলে বাস্তবতার সমগ্রতাকে কামনা করতে হবে, বয়ান করতে হবে। তখন এর উপর যে বাস্তব দৃষ্টি তৈরি হবে, সেটা দিয়েই কেবল কাঙ্ক্ষিত ফলাফলের শর্ত তৈরি হতে পারে এবং এর মধ্য দিয়েই কেবল জ্ঞানীয়ভাবে পশ্চিমের মুখোমুখি হওয়া সম্ভব। প্রতীচ্যবাদের যৌক্তিক পথচলা এভাবেই এগোতে পারে।

সত্যিকার ও ফলপ্রসূ প্রতীচ্যবাদী আলাপের জন্য প্রথমত দরকার জ্ঞান ও গবেষণা। পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণায় আত্মবিনিয়োগ করতে হবে। ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করা, একাডেমিক উৎসগুলোর সাথে জড়িত থাকা এবং পশ্চিমা সংস্কৃতি, তাদের ইতিহাস এবং সমসাময়িক সমস্যাগুলো সম্পর্কে অবগত থাকা জরুরি।

বস্তুনিষ্ঠতার প্রতি অঙ্গীকার এবং জ্ঞানের জন্য মুক্ত মানসিকতাও জরুরি।

প্রভাবশালী কাজের জন্য দরকার প্রকৃত কৌতূহল এবং পশ্চিমকে প্রকৃত স্বরূপে বুঝার ইচ্ছা। কারণ পশ্চিম কোনো একচেটিয়া সত্তা নয়; বরং সে হচ্ছে সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং দৃষ্টিভঙ্গির একটি বৈচিত্র্যময় ট্যাপেস্ট্রি।

পশ্চিমা নিয়ম, মূল্যবোধ এবং অনুশীলনগুলো তাদের নিজস্ব ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট দ্বারা আকার লাভ করে। প্রকৃত উন্মোচনের জন্য সেসব প্রেক্ষাপটের তলায় ডুব দিতে হবে।

পশ্চিমে রয়েছে অনেক ডাইভার্স ভয়েস; বিভিন্ন কণ্ঠস্বর ও দৃষ্টিভঙ্গি। সেগুলোকেও বিচারে আনতে হবে। শুধুমাত্র মূলধারার মিডিয়া বা একমাত্রিক বর্ণনার উপর নির্ভর